কোটচাঁদপুর বিএনপির কালো পতাকা মিছিল

দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন উর্ধ্বগতি, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ সকল রাজবন্দিদের মুক্তি, সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও অবৈধ সংসদ বাতিলসহ ১ দফা দাবিতে কোটচাদপুরে উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র আয়োজনে কালো পতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (৩০শে জানুয়ারি) বিকেলে পৌর শহরের মেইন বাসস্ট্যান্ড উপজেলা বিএনপি দলিও কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিল টি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন দিক প্রদক্ষিণ করে পাইকারি কাঁচা বাজারে গিয়ে শেষ হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ তথ্য ও গবেষনা সম্পাদক আমিরুজ্জামান খান শিমুল,উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, পৌর বিএনপির সাধারন সম্পাদক আবুল কাশেম, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মীর্জা টিপু, উপজেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক শহীদুল ভুইয়া, পৌর বিএনপির প্রচার সম্পাদক কাজী মোস্তাক, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুল, সদস্য সচিব মাহফুজ আলম মামুন, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ তুফান, উপজেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম ও সদস্য সচিব আবুল কাশেম বাবু, পৌর কৃষক দলের আহ্বায়ক কৃষিবিদ ফিরোজ উদ্দিন মানিক ও সদস্য সচিব মিজান সরকার, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কামরুজ্জামান সিদ্দিক, উপজেলা ছাত্র দলের সদস্য সচিব হুমায়ূন কবির হিরা, উপজেলা মৎসজীবি দলের সদস্য সচিব আজিম হোসেন, পৌর ছাত্র দলের সদস্য সচিব ফজলে রাব্বি, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক শরিফুল ইসলাম শান্ত, রিয়ন আহমেদ, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মনির হোসেন টুটুল, রিয়াজ হোসেন বেনজামিন, নাহিদ হোসেন টিপু, দোড়া ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক ও সাবেক ইউপি সদস্য মুহিদুল ইসলাম, যুবদল নেতা ইমরান, সোহান, ফয়সল, উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক জাহিদুল ইসলাম সোহেল, পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাইহাফ আল জাবির, কৃষকদল নেতা কামরুল, সাগর, আলফা প্রমুখ।

এ সময় উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের ক্লীনিক-ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান

কোটচাঁদপুরে ক্লীনিক আর ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালিয়েছেন,উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা।আজ মঙ্গলবার এ অভিযান চালান তিনি। এরপরও কাগজ পত্রে ক্রটি থাকলে প্রতিষ্ঠান সীলগালা করে দেওয়া হবে বললেন,স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,কোটচাঁদপুরে যৌথভাবে ক্লীনিক আর ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে ৬ টি আর ২ টিতে শুধু মাত্র ক্লীনিক। যার মধ্যে রয়েছে একতা প্রাইভেট হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার,কোটচাঁদপুর নাসিং হোম এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, সামস্উদ্দিন মেমোরিয়াল প্রাইভেট হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স,মাহবুবা জেনারেল হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, আল্ট্রাভিশন প্রাইভেট হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, নিউ লাইফ হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, সিটি ক্লীনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার। শুধু মাত্র ক্লীনিক রয়েছে কপোতাক্ষ ফ্যামিলি কেয়ার হাসপাতাল,জনতা ক্লীনিক।

এ ছাড়া ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে, ১১ টি। এরমধ্যে ইউনাইটেড ডায়াগনস্টিক সেন্টার কর্ণফুলি ল্যাব এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার,ইবনে সিনা ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এ্যাডভান্স মেডিকেল সার্ভিসেস, এ্যাপোলো ডায়াগনস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, মুকুল -খালেদা ডায়াবেটিক,লাইফ কেয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টার, সজিব ল্যাব এন্ড ডায়াগনষ্টিক সেন্টার, মেডিল্যাব মেডিকেল মেডিকেল সার্ভিসেস, শেখ নিজাম ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ওয়ান ল্যাব মেডিকেল সার্ভিসেস।

সম্প্রতি ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে শিশু মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সারাদেশে অভিযান শুরু করেছেন সংশ্লিষ্টরা । এর ধারাবাহিকতায়

মঙ্গলবার কোটচাঁদপুরে ক্লীনিক আর ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান পরিচালনা করেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ। তিনি বলেন, সারাদেশের মত কোটচাঁদপুরও ক্লীনিক ডায়াগনস্টিক সেন্টার অভিযান চালানো হয়েছে। ইতোমধ্যে কাগজ পত্রে অসঙ্গতি থাকায় দুইটি প্রতিষ্টান বন্ধ রেখেছেন মালিকপক্ষ।

এরপরও কাগজ পত্রে ক্রটি থাকলে প্রতিষ্ঠান সীলগালা করে দেওয়া হবে বলে সর্তক করেছেন ওই কর্মকর্তা। অভিযানের সময় উপস্থিত ছিলেন,কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কনসালটেন্ট (এনেস্থিসিয়া) ডাঃ রাইসুল ইসলাম (জুয়েল) ও কমপ্লেক্সের হিসাব রক্ষক জিয়াউল ইসলাম।

ঝিনাইদহে শিক্ষক কর্মচারী কো- অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (২৯ জানুয়ারী) বিকেলে সদর উপজেলা অফিসে শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের সদর উপজেলা শাখার সভাপতি মোঃ আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে এসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের জেলা ব্যবস্থাপক আনিসুর রহমান, সহসভাপতি আমির হোসেন, সেক্রেটারি কে এম সালেহ, কোষাধ্যক্ষ অতিন্দ্র নাথ, পরিচালক কামরুল ইসলাম ও রাইজুল ইসলাম প্রমূখ।

সভাটি পরিচালনা করেন উপজেলা ম্যানেজার হারুনুর রশীদ। সর্বিক সহযোগিতায় ছিলেন প্রোগ্রাম অফিসার আজম খান ও জুয়েল রানা। সভায় মাসিক ঋনদান ও সদস্য অন্তরভুক্তিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

শৈলকুপায় ৩৬ বছরের পুরাতন সরকারি গাছ কেটে নিলো মফিজ চেয়ারম্যান

ঝিনাইদহের শৈলকূপা উপজেলার ১২ নং নিত্যান্দপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের মফিজ উদ্দিনের বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রভাব খাটিয়ে সরকারি রাস্তার ৬টি রেন্টি কড়াই গাছ নিজের মালিকানা দাবি করে কেটে বিক্রির করার অভিযোগ উঠেছে। কোন প্রকার টেন্ডার ছাড়াই ক্ষমতার দাপটে এসব গাছ কেটে বিক্রি করে দিয়েছে চেয়ারম্যন। গাছ গুলোর আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা।

আজ সরজমিনে গিয়ে দেখা যায় বকশিপুর বাজার সংলগ্ন ১৬৭ নং ভান্ডারিপাড়া মৌজার ৩৫ শতক জমির পাশের রাস্তার গাছগুলো কেটে ফেলে রাখেছে। এছাড়া গাছের অবশিষ্ট খড়ি ইট ভাঁটা ও তামাকের জ্বালানি হিসাবে বিক্রি করে দেওয়া হয়ছে। আর মাঝারি সাইজের লগ গুলো পশের করাত কলে ফেলে রাখা হয়েছে ফাঁড়াই করার জন্য। স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী হওয়ার কারণে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে সরাসরি কেউ মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না।

তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দু’একজন এলাকাবাসীর কাছ থেকে জানা যায়, গাছ গুলোর আনুমানিক বয়স প্রায় ৩৬ বছর। সরকারি রাস্তা হওয়ার সময় গাছগুলো লাগিয়ে ছিলো একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এখন কিভাবে গাছ গুলো চেয়ারম্যানের হয় তা তাদের জানা নেই। তাঁরা বলেন বাগুটিয়া এমপির মোড় হতে হাটফাজিলপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তার দু’ধারে এরকম শতশত কড়াই গাছ আছে তাহলে সেগুলো কি কারো মালিকানা গাছ ?

সরকারি রাস্তার গাছ কাঁটার বিষয়ে শৈলকূপা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, মফিজ চেয়ারম্যান বকশিপুর বাজারের কিছু গাছ কাটা দরকার বলে তাকে মৌখিক ভাবে জানিয়েছেন তবে কোন কাগজপত্র দেয়নি মোবাইলে দেয়ার কথা বলেছে। তিনি আরও বলেন আমি সরজমিনে বিষয়টি দেখে আপনাদের জানাবো।

গাছ কাঁটার অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে উপজেলা নির্বাহী

কর্মকর্তা নিত্যন্দপুর ইউনিয়নের উপ-সহকারী ভূমি কর্মকর্তা মতিয়ার রহমান কে পাঠান। গাছ কাঁটার বিষয়ে নায়েব এর কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, আমি সেখানে গিয়ে দেখি তাদের কাছে শুধু মাত্র একটা জেলা পরিষদের দরখাস্তের কাগজ আছে এতে প্রমাণিত হয় না গাছগুলো তাদের। আমি গাছ গুলো জব্দ রাখার নির্দেশ দিয়েছি।

সরকারি গাছ কাঁটার বিষয়ে মফিজ চেয়ারম্যানের কাছে জানতে চাইলে সে জানান,আমার জমি রাস্তার মধ্যে ৫ শতক ঢুকে গেছে। আমি আরো সরকারের কাছে জমি পাবো, গাছ আমার জমির সীমানায় পড়েছে বলে কেটেছি ওই জমিতে মার্কেট করব।

জেলা পরিষদের সার্ভেয়ার দেখে গেছে এখন আবার ইউএনও ঝামেলা করছে যা হবে তা পরে দেখবো। রাস্তার পাশের গাছ কাঁটার বিষয়ে জেলা পরিষদের সচিব সেলিম রেজার কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, জেলা পরিষদের সার্ভেয়ার একটা দরখাস্ত জমা দিয়েছে এবিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া হয়নি। ইউএনও সাহেবকে নির্দেশ দিয়েছি গাছগুলো বর্তমান জব্দ তালিকায় আছে। গাছ গুলো কোন সমিতির মাধ্যমে লাগানো হতে পারে তদন্ত করে সঠিক আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

হরিনাকুণ্ডুতে সকল ব্যাংকের আয়োজনে কৃষকদের মাঝে কৃষি ঋণ বিতরণ

ঝিনাইদহের হরিনাকুণ্ডুতে সকল সরকারি বেসরকারি ব্যাংকের আয়োজনে কৃষকদের মাঝে কৃষি ঋণ বিতরণ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

আজ সোমবার (২৯জানুয়ারি) বেলা এগারোটায় উপজেলা কৃষি অফিস মিলনায়তনে জনতা ব্যাংক পিএলসি হরিনাকুণ্ডু শাখার ম্যানেজার আবু সাঈদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আক্তার হোসেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনতা ব্যাংক পিএলসি

এরিয়া অফিসের (এরিয়া ইনচার্জ) সহকারী মহাব্যবস্থাপক আশরাফুজ্জামান। ঋণ বিতরন কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের খুলনা অঞ্চলের উপপরিচালক মিজানুর রহমান এবং উপজেলা কৃষি অফিসার শাহিন ইসলাম।

প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আক্তার হোসেন প্রতিষ্ঠিত বুনিয়াদী কৃষকদের পাশাপাশি শিক্ষিত তরুন কৃষি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কৃষি ঋণ বিতরণের জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। ঋণ বিতরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তৃতায়, কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে এই শ্লোগানের বাস্তব প্রতিপালন ঘটাতে কৃষকদের কল্যানে বাংলাদেশ ব্যাংকের বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে বিতরণের তাগিদ প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে তিনজন কৃষক প্রতিনিধি তাদের বক্তৃতায় মধ্যসত্ত্বভোগির কোন তদবির এবং অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় ছাড়াই স্বল্পতম সময়ে ঋণ পেয়ে কৃষি খাতে সঠিক সময়ে বিনিয়োগের মাধ্যমে লাভবান হচ্ছেন বলে মত প্রকাশ করেন। উপজেলার আটটি ইউনিয়ন এবং একটি পৌরসভার ৬০ জন কৃষকের মাঝে বিভিন্ন ব্যাংকের ১৩টি শাখা প্রায় ৬০ লাখ টাকা ঋণ বিতরণ করেন।

অংশগ্রহনকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ জনতা ব্যাংক পিএলসি, সোনালী ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, এনআরবিসি ব্যাংক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, আইএফআইসি ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, ডাচ-বাংলা ব্যাংক। প্রানবন্ত কৃষি ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট অতিথিবৃন্দ ছাড়াও, কৃষক প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যম কর্মীসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ঝিনাইদহে স্বামীর ছুরিকাঘাতে স্ত্রী নি*হত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কোরাপাড়া গ্রামে স্বামীর ছুরিকাঘাতে স্ত্রী নিলা খাতুন (২৫) নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী রানা

হোসেনেকে আটক করেছে পুলিশ। নিলা খাতুন কোরাপাড়া গ্রামের শরিফুল ইসলামের মেয়ে।

সোমবার (২৯ জানুয়ারি) বিকেলে সদর উপজেলার পাগলাকানাই ইউনিয়নের কোরাপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, কোরাপাড়া গ্রামের ভ্যান চালক শরিফুল ইসলামের মেয়ে নিলা খাতুনের এক বছর আগে শৈলকুপা উপজেলার ভগবাননগর গ্রামের কামাল ইসলামের ছেলে রানা হোসেন (২৫) সাথে বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই স্বাম- স্ত্রীর মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে কলহ চলে আসছিল। সোমবার বিকেলে কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে স্বামী রানা স্ত্রী নিলা খাতুনকে ধারালো ছুরি দিয়ে আঘাত করে। পরে পরিবারের সদস্যরা নিলাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করে। ঘটনার পর পরই পুলিশ ঘাতক স্বামী রানাকে পাগলাকানাই এলাকা থেকে আটক করে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মোঃ শাহীন উদ্দীন জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘাতক স্বামী রানাকে আটক করা হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে মামলা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় বিদ্যালয় খোলা রেখে ৭০ জন শিক্ষকের ভ্রমন বিলাস

কোন অনুমতি ছাড়াই সুন্দরবন ভ্রমন বিলাসে গেলেন কালীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৭০ জন শিক্ষক। গতকাল রোববার বিকাল পর্যন্ত ওই শিক্ষকরা ফিরে না আসায় একাধিক বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম অনেকটাই স্থবির হয়ে পড়েছিল। ওইদিন সন্ধ্যায় তারা ফিরেছেন বলে জানা য়ায়।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার বেলা ১ টার দিকে কালীগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মাহমুদ হাসান সহ ওই শিক্ষকরা ৪ দিনের সুন্দরবন ভ্রমন বিলাসে যান। তবে, ভ্রমন বিলাসের জন্য শিক্ষকদের কেউ কেউ ছুটির অনুমতি নিয়েছেন বলে জানালেও অধিকাংশ শিক্ষকই ছুটি নিয়ে ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়েছেন বলে অভিযোগ। এদিকে স্কুল খোলা রেখেই শিক্ষকরা ভ্রমন বিলাসে যাওয়ায় ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

বিষয়টি জানতে গতকাল রোববার সরেজমিনে উপজেলার মহাদেবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ ৩ জন শিক্ষক ভ্রমনে গেছেন। এ সময় প্রধান শিক্ষকের অতিরিক্ত দ্বায়িত্বে থাকা আসিমা বিশ্বাস সাংবাদিকদের জানান, তাদের বিদ্যালয়ে মোট ৫ জন শিক্ষক। তাদের মধ্যে ৩ জন শিক্ষক পিকনিকে গেছেন। আর একারনে বিদ্যালয়টির ক্লাস নেওয়া সমস্যার কথা স্বীকার করলেও তারা দু’জনেই ক্লাস চালিয়ে নিচ্ছেন বলে জানান তিনি। তবে, বিদ্যালয়ের মুভমেন্ট খাতায় প্রধান শিক্ষক সহ৩ জন শিক্ষকের ছুটি নিয়ে ভ্রমন বা পিকনিকে গেছেন এমন কোন কিছুই লেখা দেখা যায়নি। বিদ্যালয়টির পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি অর্চনা বিশ্বাস জানান, প্রধান শিক্ষক সহ ৩ জন শিক্ষকের ছুটির বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। তবে, লোক মুখে তিনি শুনেছেন শিক্ষকরা ভ্রমনে গেছেন।

দূর্গাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা পারভীনা আক্তার জানান, তার বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ রতন এক দিনের ছুটির দরখাস্ত দিয়ে পিকনিকে গেছেন।গতকাল রোববারও ফিরে না আসাতে বিষয়টি তিনি এটিইওকে অবহিত করেছেন। উল্লেখ্য, অন্য এক সুত্রে জানা গেছে, শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ রতনের বিরুদ্ধে কয়েকদিন আগে ফারহানা নামে এক শিশু শিক্ষার্থীর দুই কলির চুল টেনে ছিড়ে ফেলার অভিযোগ রয়েছে। ব্যাগ থেকে বই বের করতে দেরি করায় ক্লাসের মধ্যেই ওই অমানুষিক কান্ড ঘটিয়েছিল শিক্ষক রতন। এ নিয়ে পরিবারের থেকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর অভিযোগও দেওয়া আছে। কিন্তু তারপরও ওই অভিযুক্ত শিক্ষককে নিয়ে ভ্রমন বিলাসে গেলেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বেলাট দৌলৎপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩ জন, বারবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩জন ও দূর্গাপুর বিদ্যালয়সহ উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ওই ভ্রমন বিলাসে যাওয়া শিক্ষকদের অধিকাংশই ছুটি না নিয়ে কাগজে ছল চাতুরির আশ্রয় নিয়েছেন।

এসব বিষয়ে কালীগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মাহমুদ হাসান বলেন, বিদ্যালয় খোলা থাকলে একসাথে একাধিক শিক্ষকের ছুটি বা ভ্রমনে যাওয়া অপরাধ। আর এক বিদ্যালয় থেকে একাধিক শিক্ষক ভ্রমনে যাচ্ছেন এমন বিষয়টি তিনি জানেন না। তবে, বৈধভাবে ছুটি না নিয়ে ভ্রমনে যাওয়া শিক্ষকদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন বলে জানান তিনি।

ঝিনাইদহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনন্দ মোহন কিশোর সাহা বলেন, একই সময়ে এক বিদ্যালয় থেকে একাধিক শিক্ষক ভ্রমনে যাওয়া আইন সম্মত নহে। এটা অপরাধ। বিষয়টি আপনাদের মাধ্যমে জানতে পারলাম। খোঁজ খবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন বলে জানান তিনি।

ঝিনাইদহে প্রেমিকের সাথে যোগসাজসে মৃত স্বামীর সম্পত্তি আত্মসাতের চেষ্টা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পদ্মাকর ইউনিয়নের হাটগোপালপুরে পরকীয়া প্রেমিককে সাথে নিয়ে মৃত স্বামীর সম্পত্তি আত্মসাতের পায়তারা করছে তার স্ত্রী। এ ঘটনায় আদালতে মামলা পর্যন্ত গড়িয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর কয়েক বছর আগে থেকেই প্লান করে স্বামীর সকল সম্পত্তি হাতানোর চেষ্টা করছে ওই নারী। এমনটিই অভিযোগ করেছেন মৃত প্রবাসীর স্বজনরা। জমি যেন বিক্রি করতে না পারে যেজন্য তার ছেলে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন।

জানা যায়, মুন্সীগঞ্জ জেলার টংগিবাড়ী উপজেলার গোয়ারা গ্রামের মুনছুর দেওয়ানের ছেলে মামুন দেওয়ান দীর্ঘদিন ধরে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার লৌহজং গ্রামে পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন। বিদেশে থেকে লৌহজং গ্রামে নিজের বাড়ি করেছেন। সম্পত্তি গড়েছেন সেখানে। তিনি সৌদি আরব থাকা অবস্থায় তার স্ত্রী মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার আব্দুস সাত্তারের মেয়ে জেসমিন বেগম হাসান নামের এক বাসের সুপারভাইজারের সাথে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। স্বামী বিদেশে থাকার কারণে হাসানের সাথে দীর্ঘদিন তাদের সম্পর্ক চলতে থাকে। সর্বশেষ

সৌদি প্রবাসী মামুন ২০২২ সালে দেশে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বামীকে চিকিৎসা না করিয়ে কিছুদিন বাড়িতেই রেখে দেন। পরে স্বামীর বাড়ির চাপে তাকে ঢাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০২২ সালের ২৫ ডিসেম্বর মামুন মারা যায়। এরপর থেকে স্ত্রী জেসমিন বেগম স্বামীর সকল সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে উঠে পড়ে লাগে। পরকীয়া প্রেমিক হাসানের সাথে নিয়ে মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই স্বামীর সকল সম্পত্তি মিথ্যা তথ্য নিয়ে নামজারী করে নেয়। পরে সেই সম্পত্তি বিক্রির পায়তারা করছে। বিষয়টি টের পেয়ে মামুনের স্বজনরা আদালতে মামলা করেন। এমনকি সম্পত্তি যেন বিক্রি করতে না পারে সেজন্য মামুনের ছেলে সিয়াম জমি যেন বিক্রি করতে না পারে সেজন্য আদালতের দারস্থ হয়েছেন। জমি বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন।

মৃত প্রবাসীর ভাই স্বপন দেওয়ান বলেন, আমার ভাই বিদেশে থাকা অবস্থায় আমার ভাবী পরকীয়ায় জড়িয়ে পরে হাসান নামের একটি ছেলের সাথে। তিনি নোয়াখালির কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা চরপার্বতী এলাকার আবুল খায়েরের ছেলে। সে সোহাগ পরিবহন বাসের সুপারভাইজার। ওই হাসানের সাথে পরিকল্পনা করে আমার ভাইয়ের সন্তানদের ফাঁকি দিয়ে সব সম্পত্তি বিক্রি করতে চাচ্ছে। এই পরিকল্পনা অনেক আগের। আমার ভাই বেচে থাকা অবস্থায় আমার ভাবী পাসপোর্ট করে যেখানে হাসানকে স্বামী বলে পরিচয় দেয়। আমরা প্রতারক জেসমিনের বিচার দাবী করছি। সেই সাথে সম্পত্তি যেন বিক্রি করতে না পারে সে ব্যাপারে ভূমি সংশ্লিষ্ট সকলের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

এ ব্যাপারে অভিযুক্ত জেসমিন বেগম বলেন, পাসপোর্টে ভুল করে আমার স্বামীর স্থানে হাসানের নাম হয়েছে। এছাড়াও যেসব অভিযোগ করা হচ্ছে তা সবই মিথ্যা।

হরিণাকুণ্ডুতে কৃষকের ভূট্টা ক্ষেত কেটে দিলো দুর্বৃত্তরা

ঋণ-ধার করা অর্থ দিয়ে ৪০শতক জমিতে ভূট্টা আবাদ করেছিলেন কৃষক

আজিজুল হক মুন্সী চান। আর কদিন পরেই ঘরে তুলবে ভূট্টা ঋণের টাকা পরিশোধ করবে বলে আশায় বুক বেধেছিল, সাথে সাথে আসবে সংসারের স্বচ্ছলতা। কিন্তু দূর্বৃত্তরা সেই ফসল রাতের আধারে কেটে নষ্ট করায় দুশ্চিন্তায় পড়েছে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক।

ঘটনাটি ঘটেছে ২৫ জানুয়ারি দিবাগত রাতে ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভায়না ইউনিয়নের দোবিলা গ্রামে। পূর্ব শত্রুতার জের ধরে দোবিলা গ্রামের নিরীহ কৃষক আজিজুল হক মুন্সী (চাঁন) এর ৬০ শতক জমির মধ্যে ৪০ শতক জমির ভুট্টা গাছ কেটে দিয়েছে দূর্বৃত্তরা।

ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক আজিজুল হক বলেন, আমি বিভিন্ন এনজিও থেকে লোন করে এই ভূট্টা চাষ করেছিলাম। মানুষের কি এমন ক্ষতি করেছি যে মাঝে মধ্যেই আমার উৎপাদিত ফসল বিনষ্ট করে। ইতি পূর্বে আমার বাড়ি নির্মাণের সময়ে তাঁরা আমাকে মারধর করেছে, এবার আবার রাতের আঁধারে তারা আমার চলতি মৌসুমে ৪০ শতক জমির ভূট্টা গাছ কেটে দিয়েছে। এতে আমার লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। এখন ঋণের দায়ে পথে বসে গেছি। কৃষক চাঁন তার কষ্টার্জিত ভুট্টার ক্ষেত ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে বলতে তিনি কান্নায় ভেংগে পড়েন।

এলাকার বিশিষ্ট্য ব্যবসায়ী আলমগীর হোসেন জানান, গ্রামের ফসল এভাবে যারা ক্ষতি করে তারা মানুষের আওতায় পড়ে না। গ্রামে একে অপরের মধ্যে শত্রুতা থাকতে পারে তারমানে এই নয় যে, কারো ফসল ক্ষতি করবো। আসলে এটা একটা দন্ডনীয় অপরাধ এদরকে চিহ্নিত কর আইনের আওতায় আনার দাবী জানায়।

ভায়না ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য নজরুলল ইসলাম জানান, একজন চাষির ফসল এভাবে কেটে দেওয়ায় আমি হতবাক। তাছাড়া আমি এঘটনায় তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকের ফসলী জমি পরিদর্শন করে সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন হরিণাকুণ্ডু উপজেলা কৃষি অফিসার শাহীন ইসলাম।

এদিকে হরিণাকুণ্ডু থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ জিয়াউর রহমান এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন আজ (২৯ জানুয়ারি) সোমবার এব্যাপারে থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছেন। বিষয়টি তদন্তাধীন আছে, অপরাধী যেই হোক খুব শিগ্রই সে আইনের আওতায় আসবে বলে জানান।

খুলনা বিভাগীয় জয়িতা সম্মাননা পেলেন ঝিনাইদহের দিপ্তী রহমান

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলায় সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখায় খুলনা বিভাগীয় জয়িতা সম্মাননা পেলেন পেয়েছেন দিপ্তী রহমান।

গতকাল রোববার (২৯ জানুয়ারি) সকালে খুলনা জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে এ সম্মাননা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন এবং খুলনা বিভাগীয় প্রশাসনের আয়োজনে খুলনায় “জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ” শীর্ষক খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ জয়িতাদের সম্মাননা করা হয়। খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার হেলাল মাহমুদ শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন রিমি (এমপি)।

বিশেষ অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমা মোবারেক, মহিলা বিষয়ক অধিদফতরের মহাপরিচালক কেয়া খান, খুলনা জেলা প্রশাসক খন্দকার ইয়াসির আরেফিন, খুলনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পিপিএম সেবা সুশান্ত কুমার সরকার এবং মহিলা বিষয়ক অধিদফতরের পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জাকিয়া আফরোজ।

অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা শেষে শ্রেষ্ঠ জয়িতা ৫ জন, রানারআপ ৫ জন ও বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৪০ জনসহ মোট ৫০ জনকে সন্মাননা প্রদান করা হয়।

ঝিনাইদহের প্রত্যন্ত অঞ্চল হরিণাকুন্ডু উপজেলায় সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখায় দিপ্তী রহমানকে সম্মাননা প্রদাণ করা হয়। তার এই প্রাপ্তিতে সাধুবাদ জানিয়েছেন ঝিনাইদহ জেলার সর্বস্তরের মানুষ।